সবিনয় নিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে একুশে একাডেমীর অনুষ্ঠানে গিয়ে মনে হলো সিডনীতে একুশ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি প্রামান্য চিত্র বানালে কেমন হয়? প্রামান্য চিত্রতো আর হাতে কলমে বানানো যায় না । দরকার ভিডিও ক্যামেরার । হাতের কাছে পেলাম একটি ক্যামকর্ড । অধিকাংশ মানুষই বুঝে বা না বুঝে ক্যামকর্ড দিয়ে জন্মদিন আর প্রিয়জনের ছবি তুলে । ছবির মান খুব ভাল হলেও শব্দের মান শ্রোতাদের খুবই বিরক্ত করে ছাড়ে । ঐ সময় আমার হাতে এমন একটি ক্যামেরা এসে পড়ল । ওটা দিয়ে ছবি তোলা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই । তাছাড়া প্রফেশনাল ক্যামেরা আমাকে কে দিবে?

চ্যানেল সেভেন এর একজন ভিডিও সম্পাদক ষ্টিভ । ওর সাথে মাঝে মাঝে ভিডিও নিয়ে ইমেলে যোগাযোগ হয় । ও একবার আমাকে লিখলো, 'সবচেয়ে ভাল ডকুমেন্টারীটা যে সবচেয়ে ভাল ক্যামেরা দিয়ে হয়েছে-তা কিন্তু ঠিক নয় ।বরং উল্টোটাই ঘটে ।' মানে ভালো ক্যামেরা মানেই ভালো ছবি তৈরী নয় । যেমন ভাল কলম মানেই ভালো লেখা নয় । ধন্যবাদ ষ্টিভ । তাহলে এই সাধারন ক্যামেরা দিয়েও একটা চেষ্টা করা যায় । ঐ ক্যামকর্ড দিয়ে সুটিং শুরু করলাম । মৌসুমীকে বলাতে ওর চোখ উল্টে গ্যালো । প্রায় চেঁচিয়ে বললো, 'আমি তো তৈরী হয়ে আসিনি । স্ক্রিপ্ট কোথায়?'

এবার আমার বিরক্ত লাগলো । বলে কি ?

-বিশ বছরেও আমাকে চিনতে পারলো না? আরে স্ক্রিপ্ট আমার মাথায় । মুখে সংলাপ বলবো- আর তুমি তা ক্যামেরার সামনে আওড়াবে । এটাতো নতুন নয় ।

মৌসুমীর সাথে কাজ করার এই এক সুবিধা । ও কেবল আমার সংলাপ আর আইডিয়াই বুঝে না, চট করে বুঝে নেয় আমি কি ভাবে ঐ সংলাপ প্রক্ষেপন চাই । আর বকা ঝকা করলেও ও জানে ভাল কাজ আদায় করার জন্যই ঐ অভিনয়টুকু আমি করি । আমার কালো হওয়ার ভয় নেই । তাই রোদে পুড়ে সারাদিন প্রায় ১২০ মিনিট রেকর্ড করলাম । এর মধ্যে ক্যামেরার ব্যাটারী শেষ । পরিচিত একজনকে পেলাম । রীতিমত তার ক্যামেরা হাইজ্যাক করে নিলাম ।

শুটিং তো শেষ । এবার সম্পাদনা করা দরকার ।

সিডনীতে আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী ভিডিও সম্পাদনা করেন । কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওদের কাছে গেলে- আমাকে অভিনয় করতে হয় যে আমি কিস্সু বুঝিনা । আমার এই বোকা বোকা ভাব দেখে কেউ কেউ বেশ উৎফুল্ল বোধ করে । মৌসুমী বলল ওদের পিছনে না ঘুরে তুমি নিজে সম্পাদনা কর । ঘরে কাজ শুরু করলাম । আমার কাছে এডিটিং এর প্রফেশনাল প্যানেল নেই । সাধারন কম্পিউটারে কাজ শুরু করলাম । ১২ ঘন্টা কাজ করার পর এই ছবিটির প্রায় ৯৭% শেষ করলাম । বাকি মাত্র ৩% । ঠিক তখনই দুর্ঘটনা ঘটল । ফাইল করাপটেড । ঢাকা থেকে শুরু করে সিডনীর বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বললাম । উহু কোন সমাধান নেই । প্রচন্ড বিরক্ত আর হতাশায় দুদিন কম্পিউটারের সামনে আসলাম না । তিন দিন পর ঋভু -আমার দশ বছরের ছেলে,

আমাকে হাত ধরে কম্পিউটারের সামনে বসালো। বলল- প্রতিদিন ও আর মৌসুমী, যতক্ষন আমি কাজ করি ততক্ষন বসে থাকবে। আমি বিরক্ত হয়েই জিঞ্জেস করলাম - 'কেন বসে থাকবে?' ঋভু অবাক করে উত্তর দিল, 'দিস উজ আওয়ার ন্যাশনাল ফিলিংস। দিস ইজ একুশে ফেব্রুয়ারী।'

ঋভু আমার মনের রং পাল্টে দিল। আবার রাত জেগে কাজ শুরু করলাম। ভেবেছিলাম সহজ হবে। না কাজটি আরো কঠিন হয়ে গ্যালো। আবার প্রায় ১৬ ঘন্টা কাজ করলাম। প্রফেশনাল যন্ত্রপাতি থাকলে হয়তো ২-৩ ঘন্টায় কাজটি হয়ে যেত। দ্রুত কপি করে ঢাকায় একটি টিভি চ্যানেলে পাঠালাম। কিন্তু সিডনীর মানুষ দেখবে কিভাবে?

বাংলা সিডনী ডট কম এর আনিসুর রহমানকে ছবিটি দেখালাম। উনি ভীষন পচ্ছন্দ করলেন। প্রায় অর্ধবেলা কাটালাম এই আলোচনা করে যে কিভাবে ওয়েব সাইটে ছবিটি দেয়া যায়। আনিস ভাই এর সাধ আর সাধ্যের মধ্যে হিসাব মিলল না। কিন্তু আবেগ আর দরদের কোন কমতি নেই। সিডনী-বাসী বাংলা ডট কমের মতিন ভাই বললেন তার ওয়েব সাইটে চেষ্টা করবেন। তাকে পোষ্ট করে পাঠালাম। দুর্ভাগ্য কাকে বলে- তার মেইল বক্স থেকে সেটা চুরি হয়ে গ্যালো। আরেকটি কপি পাঠালাম। উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন। প্রচুর চেষ্টা করলেন তার ওয়েব সাইটে ওটা আপলোড করার। কিন্তু ফাইল এর সাইজ আর ব্যান্ড উইথ এর সমস্যার কারনে তিনিও পারলেন না।

আমি এর মধ্যে মোটামুটি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সীমিত ভাবে কয়েকজনকে ডিভিডি কপি করে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ এক সকালে প্রিয় ক্যানবেরা ডট কমের- প্রিয় মানিক ভাই জানালো -উনি প্রামান্য চিত্রটি তার ওয়েব সাইটে দিয়েছেন। আমি ক্লিক করে দেখলাম, প্রিয় ক্যানবেরা পরম যত্নে প্রামান্য চিত্রটি এমন ভাবে লিঙ্ক করেছেন যেন ডায়ালআপ করলেও এটি দেখা যায়। প্রিয় ক্যানবেরার আন্তরিকতার কাছে আমার কৃতঞ্জতা রইল। কৃতঞ্জতা তাদের প্রতি যারা এই প্রামান্যচিত্রে অংশগ্রহন করেছেন।

এই স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে সিডনীতে প্রচুর বিতর্ক আর লুকোচুরির খেলা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধনের আগের রাতেও একুশে একাডেমীর একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম- কেন তারা কোন উত্তর দিচ্ছেন না? তিনি খুব সুন্দর করে বললেল যে, এতদিন অন্য সবাই স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে গান গেয়েছে। এর উদ্বোধনের পর একাডেমী তাদের গান গাইবে। তখন সবাই বুঝতে পারবে। আমি এই তিন মাস পরও অধীর অপেক্ষায় সেই গান শোনার জন্য বসে আছি। আমি চাইনি এই বিতর্ক, এই লুকোচুরির কথা এই প্রামান্যচিত্রে উঠে আসুক। তাই সযত্নে সেটা এড়িয়ে গেছি। তার মানে এই নয় যে সেইসব বিতর্ক এবং প্রশ্ন অবান্তর। আমি এখনও মনে করি অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাঙ্গালী আর্কিটেক্টরা যে বিষয় উত্থাপন করেছেন তা যুক্তি সঙ্গত।

প্রামান্য চিত্রটি সীমিতভাবে ডিভিডি তে কপি করে বেশ কিছু পরিচিত জনকে দিয়েছি। অনেকেই প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ বিশেষ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার না নেওয়াতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে একুশে একাডেমীর সভাপতি- কিছু প্রশ্ন করেছেন। এমন বিস্ময়কর প্রশ্ন ও শুনেছি- যে স্মৃতিস্ত ম্বের পিছনদিক কেন প্রামান্য চিত্রে দেখানো হয়নি? আচ্ছা যারা বিভিন্ন পত্রিকায় বা ওয়েবসাইটে এই স্মৃতিস্তম্ভের সামনের ছবি ছাপিয়েছেন তারাও কি একই দোষে অভিযুক্ত হয়ে চিঠি পেয়েছেন? যারা কেবল স্তম্ভের সামনে ফুল দিয়েছেন- তাদের কি এখন এই বলে ধমক দেয়া উচিত নয়- যে কেন তারা পিছন দিকে ফুল দেয়নি? বাহ সেলুকাস! কি বিচিত্র এই সিডনীর প্রতিভা! একজন কর্মকর্তা রীতিমত মন্তব্য করেছেন যে এটা আদৌ কোন প্রামান্য চিত্র কিনা? আমি উত্তর দিব। সব গুলো প্রশ্নের উত্তর দিব। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই দর্শকদের মন্তব্য। আপনারা যারা আমাদের কাজ গুলো দেখেন তারা আমাদের কাছে দেবতার সমান। আমরা প্রতিনিয়ত এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চাই আমাদের সৃজনশীলতা দিয়ে। এই দর্শকদের উপর আস্থা আমি কখনো হারাইনি।

শেষে একটি ছোট্ট ঘটনা বলছি। প্রামান্য চিত্রটি শেষ করে সিডনীর একজন আর্কিটেক্ট ইফতেকার আবদুল্লাহকে দেখানোর জন্য ডিভিডি অন করলাম। সেই ঘরে তার ছোট মেয়ে ইনারাও ছিল। ইনারা'র বয়স চার বছর। যে মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায় ছবি ভেসে উঠলো আর বেজে উঠল সেই হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার গান- 'আমার ভাই এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি?' ছোট্ট মেয়ে ইনারা আমাকে জিঞ্জেস করল- 'এটা তো আমার গান । তুমি এটা বাজালে কেন?' আমার সারা শরীরে কেমন শিহরন অনুভব করলাম। ইনারা, ঋভু আমায় নতুন করে শেখালো একুশ বাংলাদেশ সরকারের নয়, প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলের ও নয়। একুশ বাংলা একাডেমীর নয়- একুশ সিডনীর একুশে একাডেমীরও নয়। একুশ কেবলই আমার। একুশ বাঙ্গালীর। একুশ আমাদের প্রত্যেকের। একুশ আমার অহংকার।

জন মার্টিন
অভিনেতা-নাট্যকার-নির্দেশক
probashimartins@gmail.com